যুগান্তর

তারিখ 27 MAR 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যাপক দুর্নীতি

মুশতাক আহমদ

শিরাজগঞ্জের মধুভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা শ্রীমা রানী হালদার বদলির আদেশ পেয়েছেন বুগিলগাঁও সিরাজদীখান উপজেলার দক্ষিণ তাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অনেক চেষ্টা-তদবিরের পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে (ডিপিই) সংশ্লিষ্ট শাখা এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। এখন আদেশটি জারি হওয়া দরকার। কিন্তু ওই শাখার অফিস সহকারী গোলাম মাওলা ১০দিন ধরে ফাইলটি ফেলে রেখেছেন। ভুক্তভোগীর পক্ষে তার স্বামী বিষয়টি একপর্যায়ে মহাপরিচালকের নজরে নেন। মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট শাখাকে দ্রুত সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেন। এরপরও কেটে যায় এক সপ্তাহ। পরে ওই ভুক্তভোগী ফের মহাপরিচালকের কাছে যান। তিনি একইভাবে টেলিফোনে আবার সংশ্লিষ্ট শাখাকে নির্দেশনা দেন। কিন্তু আবারও বিলম্ব। বিষয়টি জেনে পরে মহাপরিচালক [illegible] অফিস সহকারী

আদেশটি জারি হয়। কিন্তু উৎকোচ না পেয়ে গোলাম মোস্তফা অন্যায়ভাবে শোধ নিলেন। 'মধুভাঙা' নামের ছলে 'মহেশপুর' লিখে জারি করেন আদেশটি। ওক্ত হয় আরেক ঝক্কি। আবার নাম সংশোধনের জন্য দু'দিন ঘুরে গোলাম মোস্তফাকে রাজি করাতে হয়। নতুন আদেশ

জিম্মি সাড়ে ৩ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী

লিখতে। ভুল এবং ওক্ত এ দুটি আদেশ পেতে দিনের পর দিন ঘোরার বাইরে মহাপরিচালককে দিয়ে ফোন করানোর অপরাধে (!) শ্রীমা রানীর স্বামীকে অবশ্য তিরস্কৃতও হতে হয়। আবার জামালপুরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাখাওয়াত হোসেনের (ছদ্মনাম) মৃত্যুবরণের পর তার পেনশনের অর্থ নিয়ে স্ত্রী এবং বাবার মধ্যে বন্টবৈষম্যতা হয়। রহস্যজনক কারণে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিস এতে পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত নিলে বিষয়টি আদালতে গড়ায়। আদালতে নিষ্পত্তির পরে তা মিরপুরের ডিপিইতে পাঠিয়ে দেয় জেলা অফিস। গত ডিসেম্বর থেকে ওই ফাইল ফেলে রেখেছে সংশ্লিষ্ট শাখা। ভুক্তভোগীদের একজন বলছেন, তিনমাস পর এসে এখন তারা ফাইলের হদিসই পাচ্ছেন না।

অন্যদিকে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে দু'জন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে (ডিপিইও) বদলি হতে হয়। এখানেই শেষ নয়, পদায়নকৃত তৃতীয় জনকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে না পাঠিয়ে ডিপিইতে সংযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর নেপথ্য কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, বিগত কয়েকবছর ধরে জেলাটি চালাচ্ছেন একটি প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী জেলা শিক্ষা

দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

দুর্নীতি : প্রাথমিক শিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। ২০১০ সালে তৎকালীন ডিপিইও মো: মোস্তাফিজুর হোসেন নিয়োগ কেলেংকারির কারণে সাময়িক বরখাস্ত হন। তার পদটি শূন্য হলে গোলাম মাওলা ওই পদটি দখল করেন। এরপর তিনি নিজের একটি সিন্ডিকেট তৈরি করে তার মাধ্যমে রাজত্ব শুরু করেন। সরকারের একজন উর্ধ্বতন ব্যক্তির নাম ভাঙিয়ে চলার কারণে ডিপিই বা জেলা অফিসের কর্মকর্তারা এ নিয়ে তটস্থ থাকেন। ফলে জেলাবাসী কেবল ঘুষবিহীন সেবা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন না, উন্নয়নের ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের অনেক অর্থই লুটপাট হয়ে যায় বলে সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শুধু ঢাকার ডিপিই বা জেলা পর্যায়ের ডিপিইওই নয়, দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ দফতর থেকে উপজেলা পর্যন্ত একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। প্রায় সাড়ে ৩ লাখ শিক্ষক আর প্রায় ৪ কোটি শিক্ষার্থীর প্রশাসনিক, একাডেমিক ও উন্নয়ন কাজকর্ম দেখভালকারী এই বিভাগের মাঠপর্যায়ের অফিসগুলোর অবস্থা প্রায় ভয়াবহ এবং অচল। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এরপ্রকার প্রায় দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে এ খাতটি। সংশ্লিষ্টরা দুর্নীতি-অনিয়মের মহোৎসবে মেতে উঠেছেন। তাদের লাগামহীন ও বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে শিক্ষক-কর্মচারীরা রীতিমতো অসহায়। অবস্থা এমন যে, বিভাগটির সব কর্মকর্তারা পর্যন্ত এই শ্রেণীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

নাম প্রকাশ না করে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা নানা তথ্য দিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন, তিনধাপে দেয়া টাইম স্কেল, দক্ষতা সীমা (ইবি ক্রস), উচ্চতর স্কেল, পেনশন, আনুতোষিক, মাসিক বেতন, সমাপনী পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে আর্থিক কাজ সাধারণ শিক্ষকরা পয়সা না দিয়ে করাতে পারেন না। সাধারণ শিক্ষকরা জানেন, এর বাইরে কর্মকর্তাদের দুর্ব্যবহার তো রয়েছেই। এ কাজগুলো উপজেলা হয়ে জেলা পর্যায়ে অনুমোদন নিতে হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বদলির কাজ। এক সময়ে যা উপজেলায় সম্পন্ন হতো। এখন কাজে এখন দু'ঘাটে অর্থ ঢালতে হয়। আরও জানা গেছে, অনেক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নিয়োগ লাভের পরে শিক্ষকদের যোগদান, সাজেশন বই ও স্কিল উন্নয়ন খাতের অর্থ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহসহ বিভিন্ন প্রকল্পের নিয়োগে বেশি দুর্নীতি হয়ে থাকে। নামপ্রকাশ না করে কয়েকজন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানিয়েছেন, উপজেলাকে অনেক সময়ে নানাভাবে অর্থ দিতে হয় জেলাকে। আর এজন্য উপজেলা অফিস ঘুষের রাজত্ব কায়েমে এক ধরনের সনদ পেয়ে যায়। যদি কোন উপজেলা জেলাকে খুশি না করে, তাহলে অনেক সময় নানা জটিলতায় ফেলে অপছন্দনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদচ্যুতা করার ঘটনাও ঘটে থাকে। এভাবে মহাজোটার ভিত্তিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা শিক্ষা অফিসে চলছে হাজারো অনিয়ম আর দুর্নীতি। এক্ষেত্রে অনেকেই কিশোরগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিসকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে মিরপুরের ডিপিইও একজন কর্মকর্তা নামপ্রকাশ না করার শর্তে জানান, কিশোরগঞ্জে ১৩টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। ওই জেলার একজন কর্মকর্তার কারণে গোটা জেলায় কর্মকাণ্ডে বিশৃংখলা চরম আকার ধারণ করেছে। জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসে সেবাগ্রহীতাদের নিয়মিত হয়রানি ও শিক্ষক-কর্মচারী-কর্মকর্তা চেইন এর কমাও না করার কারণে প্রশাসনিক কাঠামোগুলো দুর্বল হয়ে পড়ছে।

সূত্র জানিয়েছে, সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যয়বহুল বিভাগ হলেও অধিকাংশ অফিসার ষ্টেশনে অবস্থান করেন না। যথাসময়ে অফিসেও যান না অনেকে। সুশাসন ও সেবা নিশ্চিত করতে অফিসারদের আন্তরিকতার অভাব প্রকট। রয়েছে যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব। এরবাইরে নিয়মিত পদোন্নতি ও ভালো কাজের পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকায় সৎ ও দক্ষ অফিসারদের মাঝে বিরাজ করছে হতাশা।

ষড়যন্ত্রের ধাঁটি ইউআরসি। : খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এক প্রকার অলস পড়ে আছে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারগুলো (ইউআরসি)। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য এক সময়ে এসব ইউআরসি সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু বিগত ২ বছরে সরকারের এ সংশ্লিষ্ট কোন কর্মসূচি না থাকায় ইউআরসি একটি অকার্যকর ও মৃত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রত্যেক উপজেলা প্রতিটি ইউআরসিতে একজন ইন্সট্রাক্টরসহ ৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন। এদের বেতন-ভাতার বাইরে ভ্রমণাদি, আপ্যায়নসহ দাপ্তরিক ব্যয়ের বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে নিয়মিত। এভাবে বছরে কোটি কোটি টাকা অনর্থকই ব্যয় হওয়ায় সংশ্লিষ্টরা একে সরকারের একটি অন্যতম লুট প্রজেক্ট হিসেবে অর্থ কখনও কিছুদিন আবার কখনও পুরোটা আত্মসাৎ করেন। এমনই এক ঘটনায় সম্প্রতি বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলার কর্মকর্তা জাহিদুর রহমানকে ষ্ট্যান্ড রিলিজের ঘটনা রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষকদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্কের নাম হচ্ছে ওই অফিসের উচ্চমান সহকারী। সাধারণ শিক্ষকদের কাছে 'বড়বাবু' হিসেবে পরিচিত এ ব্যক্তিকে ব্যবহার করে অর্থ কামাই করে থাকে একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষা অফিসার। যে কারণে অনেক উপজেলায় বড়বাবুরাই প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা বনে যান। এখানেই শেষ নয়, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য উপজেলায় শিক্ষা অফিসারদের (টিইও) মাসে ৫টি, সহকারী শিক্ষা অফিসারের (এটিইও) ১০টি এবং ইন্সট্রাক্টরের ১০টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা। অভিযোগ রয়েছে, স্কুলে পরিদর্শনে গেলে শিক্ষকপ্রতি ১শ' টাকা করে দিতে হয়। কোন স্কুলে ৮ জন থাকলে ৮শ' টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। না দিলে শোকজসহ নানা ধরনের হয়রানিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। আবার ওই পরিদর্শনে রয়েছে ব্যাপক গাফিলতি। অনেকেই পরিদর্শনে যান না। আবার গেলেও একাডেমিক দিকের চেয়ে অনেকে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত দিক নিয়ে পরিদর্শন রিপোর্টে বেশি উল্লেখ করে থাকেন।

আর জেলা পর্যায়ে দুর্নীতির আরেকটি খাত হচ্ছে নতুন নিয়োগ। এক্ষেত্রে কোটায় আকাঙ্ক্ষিত করেছেন। সূত্রগুলো জানায়, কোন কাজ না থাকায় একদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ফুল করে 'পার্ট টাইমার' হিসেবে আর অন্যত্র 'ফুল টাইম জব' করছেন। বিপরীত দিকে যাদের অন্যত্র 'ফুল টাইম জব' নেই, তারা ব্যস্ত থাকেন ঢাকার ডিপিইতে নানা তদবির আর ঝড়যন্ত্র নিয়ে। ফলে সার্বিকভাবে ঝড়যন্ত্র আর অপচয়ের ধাঁটিতে পরিণত হয়েছে ইউআরসি।

কর্তৃপক্ষের মন্তব্য : এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষক অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই। সারাদেশ যে বেহেশতখানা, তা আমি বলব না। তবে এটা বলতে পারি যে, আমার এখানে (ডিপিই) কর্মকর্তা পর্যায়ে কোন দুর্নীতি নেই।' তিনি আরও বলেন, 'জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা বদলি করে মন্ত্রণালয়। তাই বোঝায় কি ঘটেছে বা কিশোরগঞ্জের অবস্থা কি তা মন্ত্রণালয় বলতে পারবে। আপনি সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন।' মহাপরিচালক স্বীকার করেন, 'জেলা-উপজেলা পর্যায়ে তথাকথিত বড়বাবুরা ফাইল আটকে অনেক কিছুই করতে পারেন। ঘুষ-দুর্নীতি হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে খুঁনিবিষ্ট তথ্য পেলে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেয়া হয়। আর বদলির বিষয়টি জেলার অনুমোদন নেয়া লাগলেও এটি উপজেলারই কাজ। এক্ষেত্রে দুর্নীতির সুস্পষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানান তিনি।'